দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 NOV 1995
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

15

চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ৩ বছরে ১১৮ কোটি টাকা ব্যয়

মুস্তফা নঈম ঃ চট্টগ্রাম।– চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, সংস্কার, শিক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য সরকার গত তিনবছরে ১১৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। সরকারের নিজস্ব তহবিল, এডিবি ও সৌদী আরবের আর্থিক সহায়তায় ত্রিশটি প্রকল্পের মাধ্যমে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ এসকল অর্থ ব্যয় করছে। চলতি অর্থবছরে আরও ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে সৌদী অর্থ সহায়তায় ৮০ কোটি ৯৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলা ও মহানগরীর ১৬৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ক্লিনিক ও মসজিদ নির্মাণ। ১৮৫.১১ লাখ টাকা ব্যয়ে সন্দীপ হাজী এবি সরকারী কলেজ, গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ ও হাটহাজারী ডিগ্রী কলেজের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ। ১ কোটি ২৬ লাখ ৬১ হাজার টাকা ব্যয়ে সরকারী চারুকলা কলেজের উন্নয়ন।

৯১ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের একশ' শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।

৩ কোটি ৮৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৫টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের দ্বিতল প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ৭৬ লাখ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে দু'টি পৃথক বেসরকারী কলেজের তিনতলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।

১২ কোটি ১০ লাখ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলার ১৪টি বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসার তিন কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ। ৬১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিক্ষা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। ১ কোটি ২৯ লাখ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম–এ পিটিআই–এর প্রশাসনিক ও ছাত্রছাত্রীদের নিবাসের সম্প্রসারণ এবং সুপার কোয়াটার ভবন নির্মাণ।

এছাড়া মহানগর ও জেলা আরও বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃ নির্মাণ, মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় চট্টগ্রামের ১৪৬টি স্কুলের জন্য ৩ কোটি ২৪ লাখ ৩৪ হাজার টাকা মূল্যের ৪ হাজার ৪২২ মেট্রিক টন গম ব্যয় করা হয়েছে। সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেন। চট্টগ্রাম জেলার ১৪ থানার ১৪৬টি স্কুলে এই কর্মসূচীর আওতায় ৫৭ হাজার ৬শ' ২৯ ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষার জন্য খাদ্য সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া এতে উপকৃত হচ্ছে ২২ হাজার ২৪২টি পরিবার। জেলার প্রতিটি থানার একটি ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

জেলার আনোয়ারা থানায় ১২টি, বাঁশখালীতে ১৩টি, লোহাগাড়ায় ৬টি, সাতকানিয়ায় ১০টি, চন্দনাইশে ৯টি, বোয়ালখালীতে ৯টি, পটিয়ায় ১০টি, রাঙ্গুনিয়ায় ১৩টি, রাউজানে ১০টি, হাটহাজারী থানায় ১২টি, ফটিকছড়িতে ৫টি, মিরশরাই থানায় ১০টি, সন্দ্বীপে ১৪ ও সীতাকুন্ড থানার ১৪টি স্কুলকে এই খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী আওতায় চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি থানায় ১১৫ কোটি ৩০ লাখ ২২ হাজার টাকা মূল্যের ২৬ হাজার ৭৫১ মেট্রিক টন গম প্রদান করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীর আওতায় ৪ হাজার ৩৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৮৩৬টি রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, ২৬৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৬৭টি খাল খনন–পুনঃ খনন, ১০৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩৪টি ভেড়িবাঁধ নির্মাণ, ১৫টি পুকুর খনন, সংস্কার এবং ৭৪টি মাঠ ও কিল্লা নির্মাণ করা হয়। বিগত তিনটি অর্থবছরে এই অর্থবরাদ্দ ও কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৯১–৯২ অর্থবছরে ৯৮ কোটি ৫১ লাখ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের বরাদ্দকৃত গমে কাজ হয়েছে ২১৯টি রাস্তা সংস্কার নির্মাণ, ২৭টি খাল ও ২০টি ভেড়িবাঁধ। ৯২–৯৩ অর্থবছরে বরাদ্দ হয়েছে ১০ কোটি ৯১ লাখ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যমানের গম।

৯৩–৯৪ অর্থবছরে ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৩১ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

উল্লিখিত তিন বছরে জেলার রাস্তা সংস্কার, উন্নয়নে মোট ব্যয় হয় ২১ হাজার ৯৪১ মেঃ টন গম—যার বাজার মূল্য ১১২ কোটি টাকা। খাল খনন ও পুনঃ খনন কাজে ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা মূল্যের ২ হাজার ১৭৭ মেট্রিক টন গম, ভেড়িবাঁধ নির্মাণ–পুনর্নিমাণে ৬৮ লাখ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের ১১৪৩ মেঃ টন গম, পুকুর খননে ব্যয়িত গমের পরিমাণ ৩০১ মেঃ টন—বাজার মূল্য ৩৮ লাখ ৩ হাজার টাকা। মাঠ ও কিল্লা তৈরীর জন্য ১১৮৯ মেঃটন ব্যয়িত গমের মূল্য ছিল ৮৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা। এছাড়া ৯৪–৯৫ অর্থবছরেও এই কর্মসূচীর আওতায় জেলার ১৪ থানায় স্থানীয় উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকার ৪ হাজার ১২৮ মেঃ টন গম বরাদ্দ দিয়েছে—যার বর্তমান বাজার মূল্য ২ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার টাকা।